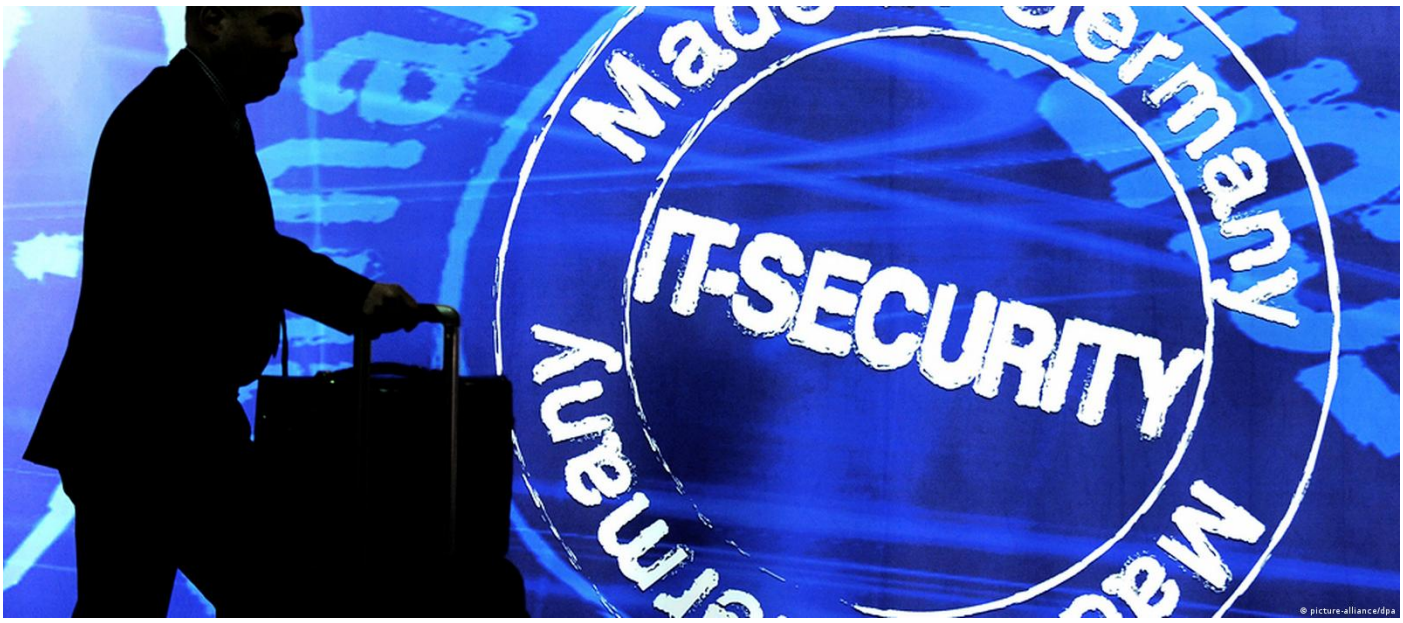

সেবিট-এ উপস্থিত বাংলাদেশ

আরাফাতুল ইসলাম, হানোফার থেকে

11.03.2014

বিশ্বের সবচেয়ে বড় তথ্য-প্রযুক্তি মেলা সেবিট-এ বাংলাদেশের উপস্থিতি ক্রমশই বাড়ছে। চলতি বছর দশটির বেশি প্রতিষ্ঠান হানোফারে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশ নিয়েছে। রয়েছেন একাধিক সরকারি কর্মকর্তাও।

বিজ্ঞাপন

জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল **সেবিট**-এর উদ্বোধনী ঘোষণা করেন রবিবার (০৯.০৩.২০১৪) বিকেলে। এ সময় তিনি ইউরোপের সকল দেশের জন্য একই ধরনের তথ্য সুরক্ষা নীতি তৈরির দিকে গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি মার্কিন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার নজরদারি বিষয়ক বিতর্ক নিয়ে সেদেশের সঙ্গে জার্মানির আলোচনা চলছে বলেও জানান।

চলতি বছর সেবিট-এর আনুষ্ঠানিক সহযোগী দেশ ব্রিটেন। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ম্যার্কেলের সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে ইন্টারনেট এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে এখাতের উন্নয়নে গবেষণার জন্য ৮৮ মিলিয়ন ইউরো বরাদ্দের ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

রবিবার বিকেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও, সোমবার থেকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় সেবিট মেলা। বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও এই মেলায় অংশ নিয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে ছয়টি প্রতিষ্ঠান এবং নেদারল্যান্ডসের সিবিআই-এর উদ্যোগে সাতটি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ রয়েছে মেলায়।

১৯৯৯ সাল থেকে নিয়মিত হানোফারের মেলায় অংশ নিচ্ছে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'লিডসফট'। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ শহিদ বলেন, "সেবিট-এ ধারাবাহিকভাবে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আমরা ডেনমার্কের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এটা আমাদের জন্য বেশ লাভজনক হয়েছে।"

ডাটাবিজ সফটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদ কামাল ছবি: DW/A. Islam

নতুনদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ থেকে এ বছরই প্রথম সেবিট মেলায় অংশ নিয়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এদের একটি 'বিয়ন্ড টেকনোলজিস'। অপেক্ষাকৃত নতুন এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসাদ্দেক আহসান জানান, মূলত প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম মেলায় আসা তাঁদের। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেবিট চমৎকার স্থান বলে মনে করেন আহসান।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে মুঠোফোন এবং ট্যাব নির্ভর অ্যাপস তৈরির দিকে ঝুঁকছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। বাংলাদেশের সফটওয়্যার নির্মাতারাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বলে জানান সিনেসিস আইটির চিফ অপারেটিং অফিসার রুপায়ন চৌধুরী। মূলত অ্যাপল আইওএস এর উপযোগী অ্যাপস তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি।